ভারতীয় জনতা পার্টি

(কেন্দ্রীয় অফিস)

১১ অশোক রোড, নয়াদিল্লি ১১০০০১

ফোন-- ০১১-২৩০৭০৫৭৭০, ফ্যাক্স--০১১-২৩০০৫৭৮৭

বি জে পি-র জাতীয় মুখপাত্র ও সংসদ শ্রী প্রকাশ জাভডেকরের জারি করা সংবাদ বিবৃতি

ভারতীয় সংসদের ওপর চাঞ্চল্যকর আক্রমণের অন্যতম প্রধান চক্রান্তকারী আফজাল গুরুর ফাঁসি নিয়ে জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ 'পোস্ট স্ক্রিপ্ট'-এর তীব্র নিন্দা করছে ভারতীয় জনতা পার্টি

সংবাদমাধ্যমের কাছে দেওয়া তাঁর বিষাক্ত সাক্ষাৎকারে ওমর আবদুল্লাহ শেষ পর্যন্ত আফজাল গুরুর প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আফজাল হল ৪৩ বছরের যুবক'। তিনি ভুলে গিয়েছেন, সংসদের ওপর আক্রমণে শহীদ ৯ জনের মধ্যে ৬ জন আফজালের থেকে বয়সে ছোট ছিলেন।

তাঁর চাঞ্চল্যকর সাক্ষাৎকারে মুখ্যমন্ত্রী সুপ্রিম কোর্টের রায়-কে চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন, এই রায় 'পারিপার্শ্বিক তথ্যপ্রমাণের ওপর নির্ভর করে ও সমাজের সম্মিলিত বিবেককে তুষ্ট করার জন্য দেওয়া হয়েছিল।' তিনি ইচ্ছা করে এটা ভুলে গিয়েছিলেন যে, সর্বোচ্চ আদালত গত ৪ অগাস্ট, ২০০৫-এর ২৭১ পাতার রায়ে বলেছে, "এটা নিয়ে বিন্দুমাত্র কোনও সন্দেহ নেই যে, আফজাল সংসদ আক্রমণের অপরাধমূলক চক্রান্ত করেছিল এবং তথ্য এটা দেখিয়ে দিয়েছে যে, পরিকল্পনা রূপায়ণে সে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল।" সুপ্রিম কোর্ট আরও সিদ্ধান্ত যে, "আসল আক্রমণে অংশ নেওয়া ছাড়া সে এই পরিকল্পনা সফল করার জন্য সব কিছুই করেছিল।"

তাঁর সাক্ষাৎকারে শ্রী আবদুল্লাহ 'কাশ্মীর উপত্যকার আলাদা হওয়ার মনোভাবের' কথা বলেছেন। এটা আসলে উপত্যকার সাধারণ মুসলিমদের অপমান করা। এটা হল সাধারণ মুসলিমদের সন্ত্রাস ও জাতিশতাবিরোধীদের সঙ্গে এক করে দেখা।

তবে আরো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, তিনি দাবি জানিয়েছেন, "কাশ্মীরের নতুন প্রজন্ম নিজেদের আফজাল গুরুর সঙ্গে একাত্ম করে দেখবে।" কাশ্মীরি যুবকদের এভাবে দেখার তীব্র নিন্দা করে বি জে পি। কাশ্মীরি যুবকরা নিজেদের ক্রিকেটার সামি আহমেদ বা আই এ এসে প্রথম হওয়া শাহ ফায়সালের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করে দেখে, সন্ত্রাসবাদী আফজাল গুরুর সঙ্গে নয়।

বি জে পির দাবি, কংগ্রেস বলুক, তাঁরা তাঁদের শরিক ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রীর এই মনোভাব সমর্থন করে না কি বিরোধিতা করে।

এলাহাবাদের পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা

মহাকুস্তের সময় এলাহাবাদে ভিড়ের চাপে ৪০ জনের পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনায় বি জে পি ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ। এতগুলি অমূল্য প্রাণ যাওয়ায় বি জে পি শোকপ্রকাশ করছে এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছে, যাঁরা এমন একটা দুর্ঘটনায় পড়লেন যা এড়ানো যেত।

বি জে পি একই সঙ্গে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের নিন্দা করছে, কারণ, তাঁরা একে অন্যের ঘরে দোষ চাপাচ্ছে। রেল মন্ত্রক ও উত্তর প্রদেশ সরকার দুজনেই এই দুর্ঘটনার জন্য সমানভাবে দায়ী। মৌনী অমাবস্যায় যে প্রচন্ড ভিড় হবে তা তো তারা আগে থেকেই জানতেন। এই ধরনের দুর্ঘটনা যাতে না হয় সেই পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের গয়ংগা মনোভাব আবার সামনে এসেছে।

চ্যালেঞ্জটা হল, দেশের তীর্থযাত্রার ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য সর্বাঙ্গীণ পরিকল্পনা করা। বি জে পি-র দাবি, এই দুর্ঘটনার একটা নিরপেক্ষ বিচারবিভাগীয় তদন্ত করতে হবে। যাঁরা মারা গিয়েছেন, তাঁদের পরিবারকে অবিলম্বে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

পরিবেশ লাইসেন্স রাজ

ইউ পি এ সরকারের আমলে ইন্সপেক্টর ও লাইসেন্স রাজ আবার ফিরে এসেছে বিভিন্ন প্রকল্পে পরিবেশ ছাড়পত্রের নাম করে।

উন্নয়নমুখী পরিকল্পনার ছাড়পত্রের জন্য সরকার জাতীয় বিনিয়োগ বোর্ড স্থাপন করেছে। কিন্তু বাস্তবে পরিবেশ সংক্রান্ত ছাড়পত্র তার সামনে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর অফিস ও পরিবেশ মন্ত্রক বারবার আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও বাস্তব হল, শিল্পকে 'পরিবেশ লাইসেন্স রাজ'-এর মুখে পড়তে হচ্ছে।

এটা দেশের দ্রুত উন্নয়নের সহায়ক স্বার্থে নয়। সরকার বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন দিকে যাচ্ছে, তাই সংকট চলছে।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে সরকারের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে মতৈক্য দরকার। তা হলে আন্তর্জাতিক চাপের মোকাবিলা করা যাবে, যা আমাদের রফতানিকে প্রতিযোগিতামূলক হতে দিচ্ছে না।

(ও পি কহলি)

সদরদফতর প্রমুখ